মরা হাতী লাখ টাকা

(একাঙ্কিকা)

ছোটদের পাততাড়ি : যুগান্তর : সব পেয়েছির আসরের যুগজয়ন্তী উৎসবে, মহাজাতি সদনে, ১৯৫৭ সনের ২৯শে জানুয়ারী সন্ধ্যায়, বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক-বৃন্দ কর্তৃক প্রথম অভিনীত।

মন্মথ রায়

মূল্য—দেড় টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

নিবেদন

১৩৬৪ সনের কার্তিক সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত আমার ক্ষুদ্রাকৃতি নাটিকা 'মরাহাতী লাখ টাকা'র ভিত্তিতেই এই বর্ধিতাকার নাটিকাটি রচিত হইয়াছে। বন্ধুবর নন্দ গোপাল সেনগুপ্ত সঙ্গীত রচনা করিয়া ও প্রীতিভাজন শ্রীধীরেন বল প্রচ্ছদপত্র অঙ্কন করিয়া দিয়া আমাকে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। স্নেহভাজন বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থনে সাহায্য করিয়াছেন।

বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক বন্ধুগণ আমার এই নাটিকাটি পরম উৎসাহে অভিনয় করিয়া আমাকে ধন্য করিয়াছেন।

৪ঠা পৌষ :
১৩৬৪
২২৯সি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা—৬

মন্মথ রায়

[illegible]

প্রিয়দর্শী পুণ্যব্রত

ডাঃ চুণীলাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীকরকমলেষু

প্রীতিধন্য

মন্মথ রায়

১৯-১২-৫৭

[illegible]

কলিকাতা — ৫

প্রথম অভিনয়ের ভূমিকালিপি

এককড়ি বসু	...	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
রাজটিকা (টাকা) বসু	...	শ্রীমতী লীলা শর্মা
লক্ষ্মী	...	শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়
দেবরাজ বসু	...	শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
মহারাজ বসু	...	শ্রীচন্দন রায়
নটবর সেন	...	শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
জলধর দাস	...	শ্রীকুমারেশ ঘোষ
বাহাদুর রায়	...	শ্রীবিমল ঘোষ (‘মৌমাছি’)
দিনমণি হালদার	...	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
মাস্টার পদপ্রার্থী গ্রাজুয়েট যুবক		শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিক্রমাদিত্য সিংহ	...	শ্রীমন্মথ রায়
দুখীরাম দাস	...	শ্রীহরেন ঘটক
পাগল	...	শ্রীগিরিশংকর
অনিত্যজীবন চৌধুরী	...	শ্রীঅখিল নিয়োগী (‘স্বপনবুড়ো’)
AT WOOL DODD	...	শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রতিবেশী চতুষ্টয়	...	শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরেবতী ঘোষ, রানা বসু, প্রহ্লাদ প্রামানিক
ত্রিশূল সরকার	...	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
বিজ্ঞানবিহারী বটব্যাল	...	শ্রীধীরেন বল
মুদী	...	শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
গোয়ালা	...	শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
গায়কদল	...	শ্রীক্ষিতীশ বসু ও সম্প্রদায়
কনেষ্টবল্	...	শ্রীনরেন্দ্র দেব
ইন্‌কাম ট্যাক্স কর্মচারী	...	শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত
নরসিংহ চোংদার	...	শ্রীতুলসী দাস লাহিড়ী

স্মারক—শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র

নাট্য পরিচালনা : শৈলজানন্দ

মরা হাতী লাখ টাকা

[একাঙ্কিকা]

মার্চেণ্ট অফিসের কর্মচারী এককড়ি বসু ছাপোষা লোক; হাওড়ার কোন একটি গলিতে বসবাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র দেবরাজ বসু ও মহারাজ বসু। দেবরাজ ইউনিভার্সিটির ও মহারাজ স্কুলের ছাত্র। এককড়িবাবুর স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী দেবী এবং অবিবাহিতা কন্যাটির নাম রাজটীকা, ডাকনাম টাকা। ডিসেম্বর মাসের শেষভাগ। সকাল বেলা। বাজার করিতে যাইবার জন্য এককড়িবাবু প্রস্তুত হইতেছেন।

এককড়ি॥ লক্ষ্মী দেবী, দয়া কর। এক পেয়ালা চা দিতে আর দেরী ক'রো না। বাজারের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

দৈনিক "প্রত্যহ" সংবাদপত্রটি হাতে লইয়া টাকার প্রবেশ

টাকা॥ অত চেঁচিও না বাবা, জানো তো কাজের সময় চেঁচালে মা চটে যান। মা চা করছেন। এই নাও—আজকের কাগজ পড়।

এককড়ি॥ না, না, কাগজ আর আমি পড়ি না—পড়বোও না।

টাকা॥ কেন বাবা?

একড়ি॥ ও কাগজ খুললেই চোখে পড়ে শুধু ছাঁটাইয়ের নোটীশ। কাগজ পড়তে আমার ভয় হয়।

টাকা॥ আঃ, আবার বোনাস দিচ্ছে এসব খবরও তো কাগজে থাকে! পড়েই দেখনা।

এককড়ি॥ না না, ওসব তুই পড়।

টাকা॥ আমার যেটুকু পড়বার তা' আমি প'ড়ে নিয়েছি। আজ সিনেমায় একটা খুব ভাল বই হচ্ছে—যাবে বাবা?

এককড়ি॥ মাসেব শেষ—বাজার হয় না—মেয়ে আমাব সিনেমায় যাবেন!

টাকা॥ পাড়ার মেয়েরা সব দল বেঁধে সিনেমায় যায়, শুধু আমরাই যেতে পারিনে।

এককড়ি॥ তাদের টাকা আছে, যায়। আমার টাকা নেই।

টাকা॥ টাকা নেই, টাকা নেই—এতো চিবদিন শুনি বাবা!

এককড়ি॥ হ্যাঁ নেই। চিরদিনই নেই। আর নেই বলেই দুধের সাধ ঘোলে মিটিয়েছি। তোর নাম রেখেছি টাকা। বড় ছেলের নাম রেখেছি দেবরাজ, ছোট ছেলের নাম রেখেছি মহারাজ। কী ভেবে জানিস? আমার বাপ-মা আমার নাম রেখেছিলেন এককড়ি। দেখলাম জীবনে সেইটিই সত্যি হয়ে গেল। ভাবলাম, আমার ছেলে-মেয়েদের এমন সব নাম রাখবো যেন বাড়ীতে টাকশাল বসে যায়।

টাকা॥ (হাসিয়া) তা বসা উচিত বাবা। আমাদের মার নামও তো লক্ষ্মীদেবী।

এককড়ি॥ হ্যাঁ, এমন লক্ষ্মী—দেখে আয় তোর মা'র লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে—এই এককড়ি ছাড়া—একটি ফুটো পয়সাও পাবিনে।

টাকা॥ গিয়ে আমি মাকে বলছি।

এককড়ি॥ তার মানে এক পেয়ালা চা যদিও বা পেতাম তাও বন্ধ করবি টাকা!

টাকা॥ (হাসিয়া) না বাবা! তা কেন হবে! আমিই চা নিয়ে আসছি।

টাকা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। এককড়ি খবরের কাগজটি
টানিয়া লইয়া তাহাতে চোখ বুলাইতে লাগিলেন।
পড়িতে পড়িতে হঠাৎ কি একটি সংবাদ দেখিয়া
চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

এককড়ি॥ একি! তাইতো একি! চোখের ভুল নয় তো! (দুই চোখ হাত দিয়া রগড়াইয়া লইয়া পুনরায় পাঠ করিতে করিতে) একি অসম্ভব ব্যাপার! (কাঁপিতে লাগিলেন) কে কোথায় আছ, শীগ্‌গীর এসো—

~~এক বাটি মুড়ি হস্তে লক্ষ্মীদেবী এবং এক~~
~~পেয়ালা চা হস্তে টাকার প্রবেশ~~

লক্ষ্মী॥ এ কি অমন করছো কেন? ব্যাপার কি? কি হয়েছে—কাঁপছো কেন?

টাকা॥ কি হলো বাবা, ডাক্তার ডাকবো?

একবড়ি॥ না—না, কাউকে ডাকতে হবে না। ভীষণ ব্যাপার। দেবরাজ আর মহারাজ কোথায়?

লক্ষ্মী॥ দু'ভাই ডন-বৈঠক করছে। টাকা! ওদের শীগ্‌গীর ডেকে আনতো!

টাকা ছুটিয়া চলিয়া গেল

একবড়ি॥ গিন্নী আমায় ধরো। তোমার নাম লক্ষ্মী। আমি মনে করতাম অলক্ষ্মী। আমায় মাপ কর। দোহাই তোমার, আমায় মাপ করো।

লক্ষ্মী॥ কি হয়েছে তাই বলো। কি দোষ করেছ যে মাপ করবো! ছিঃ ছিঃ ছিঃ অমন কথা বলো না।

একবড়ি॥ তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তোমাকে কিনা আমি অলক্ষ্মী ভেবেছি, অলক্ষ্মী বলেছি এদ্দিন!

টাকার সহিত দেবরাজ ও মহারাজ ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল

একবড়ি॥ (লক্ষ্মীকে) বল, তুমি আমায় মাপ করলে!

লক্ষ্মী॥ মাথা খারাপ হলো নাকি তোমার? এই মহারাজ, ছুটে যা দেখি, গোবর্ধন ডাক্তারকে ডেকে আনতো!

মহারাজ ছুটিয়া যাইতেছিল—একবড়ি খপ্‌
করিয়া তাহার হাত ধরিলেন।

একবড়ি॥ খবরদার। আমার কিচ্ছু হয়নি।

দেবরাজ॥ তবে অমন করছো কেন বাবা!

একবড়ি॥ বসো—বসো—তোমরা সব ঠাণ্ডা হয়ে বসো। কি হয়েছে আমি বলছি। (সকলে বসিলে) সার্কাস!

দেবরাজ ॥ সার্কাস! সার্কাস কি বাবা?

এককড়ি ॥ হঁ্যা—সার্কাস। হাতী।

মহারাজ ॥ হাতী! হাতী কি বাবা?

এককড়ি ॥ হঁ্যা, হাতী।

~~লক্ষ্মী ॥ (সশংকচিত্তে ছেলেমেয়েদের দিকে চাহিয়া) দেখছিস কি তোরা! হেড অফিসে গোলমাল হয়ে গেছে।~~

এককড়ি ॥ মাথা খারাপ আমার হয়নি ~~এখনই হবে তোমাদের~~। আমি সার্কাসের হাতীটা পেয়েছি। এই দেখ—(সংবাদপত্রটির উপর একটি স্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেবরাজকে দেখাইলেন।)

দেবরাজ ॥ তাই তো! একি!

সংবাদটি পড়িতে গিয়া ভাবাবেগে দেবরাজের হাত
কাঁপিতে লাগিল। মহারাজ দেবরাজের
হাত হইতে কাগজটি ছিনাইয়া
লইয়া পড়িতে লাগিল।

মহারাজ ॥ (পাঠ) "ভাগ্যের জুয়া খেলায় এককড়ি বসুর জয়লাভ।"

এককড়ি ॥ Louder please—চেঁচিয়ে পড় ব্যাটা—চেঁচিয়ে পড়।

মহারাজ ॥ (উচ্চতমকণ্ঠে) "ভাগ্যের জুয়া খেলায় এককড়ি বসুর জয়লাভ"—

~~টাকা~~ ॥ বাবার নাম ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে?

এককড়ি ॥ Silence please— Silence!

মহারাজ ॥ "সুবিখ্যাত মহাভারত সার্কাস পার্টি এক টাকার টিকিটে তাঁহাদের 'হিমালয়' নামক বুড়ো হাতীটি লটারীতে তুলিয়াছিলেন। ৭।৫, বাদ্‌শা লেনের শ্রীএককড়ি বসুর নামে ঐ হাতীটি লটারীতে উঠিয়াছে। ভাগ্যবান বসু মহাশয় টিকিটটি "লক্ষ্মীদেবী"র নামে কিনিয়াছিলেন। তাঁহার সত্য সত্যই লক্ষ্মীলাভ হইয়াছে। 'মহাভারত সার্কাস পার্টি' হাতীটি অদ্যই বসু মহাশয়ের গৃহে ডেলিভারী দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।" হুর্‌রা—হুর্‌রা—(মহারাজ লাফাইতে লাগিল)

দেবরাজ ॥ এ্যাঃ!—এ যে বেড়ালের ভাগ্যে সিঁকে ছিঁড়েছে দেখছি।

লক্ষ্মী ॥ জয় মা মঙ্গলচণ্ডী! জয় মা মঙ্গলচণ্ডী! [এককড়িকে] এক জ্যোতিষী বলেছিল, তোমার রাজযোগ আছে।

এককড়ি ॥ সে রাজযোগটা এই দেবরাজ আর মহারাজেই শেষ হয়ে গেছে। এবার হাতীযোগ।

টাকা ॥ বলকি? আমরা হাতীটা তবে পেয়ে গেলাম?

মহারাজ ॥ আজ আর স্কুলে যাচ্ছি না মা। আমি আসছি—(ছুটিয়া বাহিরে প্রস্থান)

দেবরাজ ॥ কিন্তু এ হাতী আমরা রাখবো কোথায়? বস্তির ঐ খালি জায়গাটা—আচ্ছা, আমি আসছি—

বাহিরে চলিয়া গেল

টাকা ॥ (হাততালি দিয়া) কি মজা! আমরা তবে এখন থেকে হাতী চড়ে বেড়াব। ট্রাম নয়, বাস্ নয়, ট্যাক্সি

নয়, একেবারে হাতী। হাতীটা আমাদের দুয়ারে বাঁধা থাকবে, না বাবা?

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ-গা, হাতী কি খাবে?

এককড়ি ॥ এখানে গাছ-পালা কোথায় পাবো। চালই খাবে।

টাকা ॥ আমি হাতে করে খাওয়াব মা।

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ-গা, হাতী ক'সের চাল খাবে?

এককড়ি ॥ পাঁচ সেরও হতে পারে, পাঁচ মণও হতে পারে, কে জানে?

ছুটিয়া মহারাজের পুনঃ প্রবেশ

মহারাজ ॥ না, এখনো আসেনি। কিন্তু পল্টুদের বলে এলাম। হাতীটার দাম কত হবে বাবা?

এককড়ি ॥ পাঁচ-সাত হাজার হবে হয়ত।

টাকা ॥ না বাবা, নাম "হিমালয়।" অত কম হবে কেন বাবা?

মহারাজ ॥ দাঁত আছে তো?

টাকা ॥ বয়স কত বাবা?

লক্ষ্মী ॥ মাদী না মদ্দা?

এককড়ি ॥ নাম "হিমালয়"। হিমালয় কি কখনো মাদী হয়?

মহারাজ ॥ (হাসিয়া) পল্টু জিজ্ঞেস করছিলো বাবা, হাতীর বাচ্ছা হয়, না ডিম পাড়ে?

এককড়ি ॥ আঃ কী সব প্রশ্ন! এলেই সব দেখবে।

মহারাজ ॥ খবরটা আমি কাগজ থেকে কেটে নিচ্ছি বাবা।

মহারাজ এই কাজে আত্মনিয়োগ করিল

টাকা ॥ ওটা বাঁধিয়ে রাখ্ মহারাজ। না-না ছিঁড়িসনে। আমি কাঁচি দিচ্ছি।

টাকাও ঐ কাজে মহারাজকে সাহায্য
করিতে লাগিল

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁগা, বাজার হবে না আজ

এককড়ি ॥ রাখো তোমার বাজার! আজ আমার আপিস নেই। এখন আমি হাতীর মালিক—আপিস আর করব কি-না ভাবছি। বড় সাহেব যখন শুনবে, মুখখানা কেমন দেখাবে ভাবো? এই এমনি— [মুখভঙ্গী]

দেবরাজের প্রবেশ

দেবরাজ ॥ বাবা, বস্তির ঐ খোলা জায়গাটা মিউনিসিপ্যালিটির। ওখানে হাতী রাখতে হলে নাকি ট্যাক্স দিতে হবে।

এককড়ি ॥ ট্যাক্স! ওরে বাবা! আজকাল ট্যাক্সো ছাড়া কি কথা নেই?

দেবরাজ ॥ হ্যাঁ—কুকুরের দিতে হয়, হাতীরও ট্যাক্স দিতে হবে হয়ত।

এককড়ি ॥ ওরে বাবা!

দেবরাজ ॥ আচ্ছা, তুমি ভেবো না, আমি দেখছি—

বাহির হইয়া গেল

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁগা, হাতী ক'সের চাল খায় বললে না তো?

এককড়ি ॥ সে একদিন খাইয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

লক্ষ্মী ॥ হাতী কি এখনই আসবে?

এককড়ি ॥ (বিরক্ত হইয়া) He can come any moment. চেঁচিয়ে তো পড়লো—শুনলি না ? হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে যাতো শাঁক বাজিয়ে ঘরে তুলতে পারি দেখ।

সংবাদটা ইতিমধ্যে কাগজ হইতে কাটা হইয়া গিয়াছে। টাকা কর্তিতাংশ মহারাজের হাতে দিলে—

একক়ড়ি ॥ দেখি, আমি দেখি—

কর্তিতাংশ লইয়া বিড-বিড করিয়া পড়িতে লাগিলেন

টাকা ॥ মা, তুমি ময়লা সাড়ীটা বদলে ফেল। যা তো ভাই মহারাজ, এক পাতা সিঁদুর কিনে আন।

মহারাজ ॥ (দুষ্ট হাস্যে) লিপষ্টিক বুঝি ?

টাকা সঙ্গে সঙ্গে মহারাজকে চপেটাঘাত করিল

ওকে মারলি কেন ইতচ্ছাড়ি !

টাকা ॥ হাতীর মাথায় সিঁদুর দেব—আর বলছে কিনা আমি আমার লিপষ্টিকের জন্যে সিঁদুর আনতে বলেছি।

মহারাজ ॥ সিঁদুর দিয়ে ও লিপষ্টিক করে মা। বলে সিনেমায় নামবে। আমাকে দিয়েই ক'দিন আনিয়েছে ও।

লক্ষ্মী। না না, তুই যা বাবা, হাতীকে সিঁদুর দিয়ে বরণ করতে হবে। সিঁদুরটা মুদীর ওখান থেকে নিয়ে আয়।

মহারাজ ছুটিয়া চলিয়া গেল

লক্ষ্মী ॥ টাকা, তুই যাতো মা, দুটো ধান দুর্বার জোগাড় দেখ, আমি একটু ধুপধুনো দেখছি।

মা ও মেয়ে উভয়ে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। এককড়ির দুই বন্ধু—নটবর ও জলধরের প্রবেশ

নটবর ॥ কথাটা কি সত্যি এককড়ি দা ?

এককড়ি ॥ আরে এসো—এসো নটবর। আসুন জলধরবাবু।

জলধর ॥ কথাটা সত্যি কিনা বলুন এককড়িবাবু।

এককড়ি ॥ কি কথা ভাই ?

জলধর ॥ এই যা আজ কাগজে উঠেছে! লটারীতে আপনি একটা হাতী পেয়েছেন!

এককড়ি ॥ আমিও তো ঐ কাগজেই দেখছি। হাতী এখনও দেখিনি।

জলধর ॥ খবরটা যেন চাপতে চাইছেন মনে হচ্ছে। কিন্তু হাতীকে চেপে রাখবে কে শুনি।

নটবর ॥ তা যা' বলেছ জলধর। এ বাবা হাতী। ট্যাকে গুঁজতে পারবে না—সিন্দুকেও ঠাঁই হবে না। না, তোমার খুব কপাল বলতে হবে এককড়ি দা। তা শুনলুম এখনই নাকি ডেলিভারী হবে ?

জলধর ॥ ডেলিভারী! কার ডেলিভারী হবে ?

নটবর ॥ হাতীর।

জলধর ॥ আসতে না আসতেই ?

নটবর ॥ তুমি একটি হস্তিমূর্খ। হাতীর ডেলিভারী হবে না, হাতীকে ডেলিভারী দিতে আসবে।

জলধর ॥ ও, সে না হয় বুঝলাম! কিন্তু হাতী কি এই গলি দিয়েই আসবে ?

নটবর ॥ তা নয় তো কি উড়ে আসবে ?

জলধর ॥ আমাদের ঘরদোর ভেঙেচুরে যাবে না ? না-না, সে চলবে না।

এককড়ি ॥ চলবে না মানে ? পাবলিকের রাস্তা।

জলধর ॥ হ্যাঁ, পাবলিকের রাস্তা ; কিন্তু হাতীর রাস্তা নয়। (নটবরকে) দেখছো কি দাদা, যদি ঘরবাড়ী বাঁচাতে চাও তবে আর দেরী নয়, এখনই পাড়ায় একটা মীটিং ডাকা হোক। টেলিফোন করে পুলিশে খবর দেওয়া হোক্।

নটবর। না না, তা কেন ? আমার ছেলেমেয়েরা হাতী দেখবে বলে নাচছে। পাড়ায় হাতী আসছে, এ শুধু এক-কড়িদার সৌভাগ্য নয়, গোটা পাড়ার একটা গর্ব। আমাদের রামু হাতীটাকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে একটা মীটিং ডাকতে এরই মধ্যে বেরিয়ে গেছে। এখনি এই, হাতী এলে তো সব ধেই ধেই করে নাচবে।

জলধর ॥ খবরদার। হাতী মানেই একটা Public danger. না না এ সব চলবে না। আমি দেখছি কি করে হাতী আসে। (ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল)

নটবর ॥ বটে ! আমিও দেখছি হাতী কেমন না-আসে। (ছুটিয়া চলিয়া গেল)

বাড়ীর সামনের পথে মোটর গাড়ীর হর্ণের শব্দ।
ছুটিয়া দেবরাজের প্রবেশ

দেবরাজ ॥ গরীবের বাড়ীতে হাতীর পা পড়েছে বাবা।

লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী॥ হাতী এসে গেছে ?

সঙ্গে সঙ্গে শাঁখে ফুঁ দিয়া শংখধ্বনি করিলেন

এককড়ি॥ ওরে, আমার গায়ের চাদরটা—

দেবরাজ॥ আঃ! থামো সব। হাতী আসেনি—আমাদের বড়লোক মামাবাবু বাহাদুর রায় এসেছেন। আজ বুঝছি আমাদের ভাগ্যের চাকা সত্যি সত্যিই ঘুরেছে—মা!

মহারাজের সহিত এককড়ির বড়লোক শ্যালক

বাহাদুর রায়ের প্রবেশ

বাহাদুর॥ এই যে জামাইবাবু—Congratulation !

প্রণাম করিতে গেল

এককড়ি॥ পথ ভুলে নাকি ? থাক্, থাক্—অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। এই দেখ! আমি আবার ঠাকুর প্রণাম করতে ভুলে গেছি। আসছি—

ভিতরে চলিয়া গেলেন

লক্ষ্মী॥ হ্যাঁরে বাহাদুর, তুই বুঝি শুনেছিস যে তোর দিদি মারা গেছে—তাই বুঝি আসিসনি এতকাল!

বাহাদুর॥ আঃ, মারা গেলে শ্রাদ্ধে তো আসতেই হোত দিদি! তা নয়। হিল্লী-দিল্লী করতে করতেই আমার নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। এখন শুনছি আবার আমাকে নাকি থানায় যেতে হবে।

লক্ষ্মী॥ থানায় !

বাহাতুর ॥ থানায় নয়, ঘানায়। আফ্রিকায়। ওদেশটা সবে স্বাধীন হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার প্রকৃত আস্বাদটা এখনও পায়নি। তাই সেখানে ভারতীয় কালচারের একটা ডেলিগেশন নিয়ে যাবো ভাবছি।

টাকার প্রবেশ

কে রে! এটা টাকা না? যঁ্যা! একেবারে যে অজন্তা —এলোরা হয়ে উঠেছিস। নাচতে শিখেছিস তো? আমার যখন ভাগ্নী তখন নাচতেও হবে নাচাতেও হবে। চল্, এবার তোকে নিয়ে যাবো ঘানাতে, কাল্চারাল্ ডেলিগেশনে।

ছুটিয়া মহারাজের প্রবেশ

মহারাজ ॥ দিদি, এই নাও তোমার সিঁদুর।

বাহাতুর ॥ (টাকাকে) সে কি রে? এরই মধ্যে 'বিয়ে' পাশ দিয়েছিস?

লক্ষ্মী ॥ না—না, বে' থা' হয় নি। হাতীর মাথায় সিঁদুর দিতে হবে না?

বাহাতুর ॥ ও হো! হাতীটা married বুঝি? I mean সধবা?

লক্ষ্মী ॥ আঃ, বাহাতুর! দিন দিন তুই যে কি হচ্ছিস! দেশ-বিদেশ গিয়ে এমনি সব বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে আসিস বুঝি? হাতী আসছে—সিঁদুর মাখিয়ে তাকে বরণ করা হবে।

বাহাতুর ॥ (জিভ কাটিয়া) এই যাঃ! কেলেঙ্করিয়াস।

দেবরাজ ॥ কিন্তু হাতীরই যে দেখা নেই!

বাহাদুর ॥ এই এলো বলে। আমি মহাভারত সার্কাস কোম্পানীকে ফোন করে জেনে তবেই এসেছি। কিন্তু এরই মধ্যে গলিতে যা' লোকের ভিড় জমে গেছে—কেলেঙ্কারিয়াস! (দেবরাজ ও মহারাজকে) এই যণ্ডা-গুণ্ডা মার্কা ছেলে দুটি কে?

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁরে—ওরা যে তোর ভাগ্নে। দেবরাজ আর মহারাজ।

বাহাদুর ॥ এই দেখ! নিজের ভাগ্নে—চিনতে পারিনি। কেলেঙ্কারিয়াস! ভারী খুসি হ'লাম এদের চেহারা দেখে। স্বাধীন ভারতে এমনি সব যণ্ডাগুণ্ডা ছেলেই তো চাই—তা' বাবাজীরা, দেখছো কি? এখনই বাইরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াও। ভীড় ঠেকাও। নইলে সব ঢুকে পড়ে ঘরদোর তছনছ করে দেবে। mob তো! চাই কি, একটা বোমাই ছুঁড়ে মারলো, কি, ঘরে আগুন ধরিয়েই দিল!

লক্ষ্মী ॥ (আকুল কণ্ঠে) যা বাবা দেবরাজ, যা বাবা মহারাজ।

দেবরাজ ॥ না না, অত ভয়ের কি আছে? বেশ তো আমরা দরজায় দাঁড়াচ্ছি।

বাহাদুর ॥ কিন্তু সবাইকে রুখো না বাবা। লোক বুঝে ছেড়ে দিও। এই ধরো, খবরের কাগজের Reporter—Press photographer—এটসেট্রা—এটসেট্রা—এমনি সব V. I. P.দের ঠেকিও না যেন!

মহারাজ ॥ ভি, আই, পি?

বাহাদুর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ—V. I. P.—মানে Very important person, এই যেমন আমি।

দেবরাজ ॥ আপনি ভাববেন না মামাবাবু, আমি কার্ড সিস্‌টেম্‌ করছি। আয় মহারাজ।

মহারাজসহ দেবরাজ চলিয়া গেল

বাহাদুর ॥ বুঝলে দাদ! মরা হাতী লাখ টাকা। আর এতো হলো গিয়ে তাজা হাতী। আমার মাথায় একটা যা প্লান এসেছে—একেবারে কেলেঙ্করিয়াস। সে চা খেতে খেতে বলবো'খন।

লক্ষী ॥ তুই বোস! আমি চা করে আনছি।

ফিরিয়া আসিয়া

হ্যাঁরে, হাতীর খোরাকটা কত জানিস?

বাহাদুর ॥ সে মাহুত বলে দেবে'খন। সে তুমি ভেব না।

লক্ষী ভিতরে চলিয়া গেলেন

কার্ড হস্তে মহারাজের প্রবেশ

বাহাদুর ॥ কি বাবা মহারাজ! কেউ এলেন বুঝি?

মহারাজ ॥ (কার্ড পাঠ) "শ্রীদিনমণি হালদার। সর্বাধিক প্রচারিত নির্ভিক দৈনিকপত্র "প্রত্যহে"র নিজস্ব বিশেষ প্রতিনিধি।"

বাহাদুর ॥ V. I. P. নং one. আনো—আনো—

মহারাজ ॥ (দরজায় গিয়া) আসুন স্যার!

দিনমণি হালদারের প্রবেশ। স্কন্ধে ক্যামেরা

বাহাদুর ॥ আরে আসুন, আসুন দিনমণিবাবু। এখনও আপনি উদয় হচ্ছিলেন না কেন. ভাবছিলাম।

দিনমণি ॥ আপনার Phone পেয়েই ছুটে আসছি বাহাদুর বাবু। আমার কিন্তু তাড়া আছে। ছুটতে হবে আবার এখুনি আমাকে দমদম এয়ার পোর্টে। কামস্‌কাট্‌কা থেকে গভীর জলের মৎস্য শিকারের এক ডেলিগেশন আসছে। Cover করতে হবে।

বাহাদুর ॥ তাই নাকি? তবে তো আমাকেও আপনার সঙ্গে যেতে হবে। কামস্‌কাট্‌কায় ভারতীয় সংস্কৃতির একটা ডেলিগেশন—এই ধরুন, অজন্তা, এলোরা আর কোর্নার্কের নৃত্য! সে যা হবে—একেবারে কেলেঙ্করিয়াস!

দিনমণি ॥ তা' যা বলেছেন। কেলেঙ্করিয়াস যে হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার সেই ভাগ্যবান্ ভগ্নীপতিটি কোথায়? শ্রীযুক্ত এককড়ি বোস?

বাহাদুর ॥ পূজোয় বসেছেন। তাঁর পূজো—সেও কেলেঙ্করিয়াস। এক ঘন্টার আগে শেষ হবে বলে মনে হয় না।

দু' পেয়ালা চা লইয়া লক্ষ্মীর প্রবেশ

আরে এসো এসো দিদি। (দিনমণিকে) এই যে দেখছেন—ইনি আমার দিদি—শ্রীযুক্তা লক্ষ্মীদেবী—জামাইবাবুর বিজয়লক্ষ্মী।

পানের ডিবা হস্তে টাকার প্রবেশ

আর এই তাম্বুলবাহিনীটির নাম রাজটিকা দেবী। ডাকি আমরা টাকা বলে। আমার একমাত্র ভাগ্নী। ওকে আমি মহেঞ্জদারো—সংস্কৃতিমূলক নাচ শিখিয়ে ঘানা

ডেলিগেশনে নিয়ে যাবো ভাবছি। তবেই দেখুন—সে যা হবে—কেলেঙ্করিয়াস!

দিনমণি ॥ তা যা বলেছেন। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটা Snap নিতে হবে, কিন্তু আসল লোকটিরই যে দেখা পাচ্ছিনে।

এককড়িবাবুর প্রবেশ

বাহাদুর ॥ ঐ যে এসে গেছেন। (দিনমণিকে) আপনাকে খুব 'লাকি' বলতে হবে। জামাইবাবু! 'প্রত্যহ' কাগজ থেকে আমাদের ফটো নিতে এসেছেন। কালই কাগজে বড় বড় করে ছাপা হবে—সে যা হবে—কেলেঙ্করিয়াস! আসুন আমরা দাঁড়াই।

নিজে মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া এক পার্শ্বে লক্ষ্মী দেবী এবং
অপর পার্শ্বে এককড়িকে টানিয়া লইল। টাকাকে
নিজের সামনে দাঁড় করাইল।

বাহাদুর ॥ Just a second (পকেট হইতে চিরুণী বাহির করিয়া নিজের চুল আঁচড়াইয়া এককড়ির চুলও আঁচড়াইতে লাগিল এবং তাহার মুখের পোজও খানিকটা ঠিক করিয়া দিতে চেষ্টা করিল।)

দিনমণি ॥ Ready?

বাহাদুর ॥ Ready. মেরে দিন।

দিনমণি ॥ Smile—Smile please.

বাহাদুর ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—হাতীর মালিক আমরা; আমাদের

একটু হাসা উচিত ; হাসুন জামাইবাবু—হাসুন। না-না দিদি, তুমি যেন কুইনিন খেয়েছ মনে হচ্ছে। হাসো দিদি হাসো—আমার মত এমনি করে সব হাসো।

বাহাদুর হাসিয়া দেখাইল এবং সকলে তাহাকে
নকল করিতে চেষ্টা করিল

লক্ষ্মী ॥ হাসবো কি, আমাকে এখনি তো চাল মাপতে হবে। হাতীর খোরাকটা কি তাই জানলাম না এখনো।

দিনমণির ক্যামেরা ক্লিক করিল

দিনমণি ॥ Thank you. (এককড়িকে) আপনার 'হবি'টা কি আমার জন্য দরকার। অর্থাৎ কি করতে আপনি ভালবাসেন। অর্থাৎ আপনার রুচিটা জানা দরকার।

এককড়ি ॥ হাতীর সঙ্গে সেটাও মিলাবে নাকি ? তবে শুনুন। ঐ একটু আফিং! সারাদিন খেটে খুটে এসে একবড়ি আফিং চাই। কিন্তু এ স্বাধীন দেশে সেটুকু স্বাধীনতাও মশাই নেই।

বাহাদুর ॥ না না ভাই, দিনমণিবাবু, এসব লেখা চলবে না। আপনি বরং লিখে নিন—সারা দিন খেটে-খুটে এসে একটু দার্শনিক চিন্তায় বুঁদ হয়ে বসে থাকতে চান উনি। আচ্ছা, এসব আমি যেতে যেতে আপনাকে নোট করে দেব। (এককড়ি ও লক্ষ্মীকে) আচ্ছা, তাহলে আমিও চলি। কামস্কাট্কা ডেলিগেশন আসছে কিনা ; গভীর জলে মৎস্য শিকারের একটা ভাল ব্যবস্থা হচ্ছে। না না, আবার

আসবো'খন। হাতী এলেই আসবো। খুব বড় একটা প্ল্যান আছে। আমার ঘানা ডেলিগেশনে হাতীটাকে যদি নিয়ে যেতে পারি, আর তার পিঠে ~~তোকে~~—উঃ, সে যা হবে···

দিনমণি ॥ কেলেঙ্করিয়াস্।

বাহাদুর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেলেঙ্করিয়াস্!

এককড়ি ॥ ক্যাডাভ্যারাস!

দিনমণি ও বাহাদুরের প্রস্থান। মহারাজের প্রবেশ

মহারাজ ॥ (উহাদের ঐভাবে যাইতে দেখিয়া) আমাদের বাহাদুর মামা চলে গেলেন ~~মা?~~

লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ বাবা।

মহারাজ ॥ কেলেঙ্করিয়াস্।

টাকা ॥ হাতীটা এলো রে?

মহারাজ ॥ কই আর এলো! হাতী আসেনি তবে তার মাহুত এসেছে।

এককড়ি ॥ মাহুত এসেছে? কই, কোথায়?

লক্ষ্মী ॥ নিয়ে আয় এখানে।

মহারাজ দরজার দিকে গেল

মহারাজ ॥ আসুন।

একটি যুবকের প্রবেশ। মহারাজ বাহিরে চলিয়া গেল। লক্ষ্মীর ইঙ্গিতে টাকাও ভিতরে চলিয়া গেল

যুবক ॥ নমস্কার।

এককড়ি ॥ তুমি—আপনি আমার হাতীর মাহুত?

যুবক ॥ হতে চাই। হাতী যখন পেয়েছেন—মাহুতও একজন নিশ্চয়ই রাখবেন। আমাকেই যদি দয়া ক'রে রাখেন!

এককড়ি ॥ না না, হাতী পেয়েছি শুনেছি, কিন্তু তার মাহুত আছে কি নেই সে আমি জানি না।

যুবক ॥ যদি থাকেও বা নিশ্চয়ই গ্রাজুয়েট নয়। আমি জ্যুলজির গ্রাজুয়েট।

এককড়ি ॥ তা' আপনি—

যুবক ॥ কি করবো স্যার, যেই শোনে আমি জ্যুলজির গ্রাজুয়েট, বলে এখানে নয়—চিড়িয়াখানায় যাও। আজ তিন বছর হয়ে গেল, একটা চাকরি মিললো না। বাপ-মার ওপর বসে বসে আর কতদিন খাব বলুন তো! মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়।

~~লক্ষ্মী~~ ॥ ~~না না, সে কি বাবা! একটা তো পেট। তার এমন কি বা খোরাক। আচ্ছা বাবা, হাতীর খোরাকটা কি জানো?~~

যুবক ॥ দেখুন মা, আধপেটা খেয়ে খেয়ে নিজের খোরাক যে কি, তাই ভুলে গেছি। হাতীর খোরাক যে কি, সে আর ভাবতেও পারি না।

এককড়ি ॥ ~~কিন্তু বাবা, তুমি কেন মাহুত হবে~~? ওকি তোমার পারার কথা, না পারবে?

যুবক ॥ খুব পারবো। আমি খুব পারবো। আমি দেখেছি, মাহুত অঙ্কুশ দিয়ে হাতীকে খুঁচিয়ে মারে—যেমন খুঁচিয়ে মারছে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা আমার ভাগ্য। আমি এখন

খুঁচিয়ে মারতে চাই আমার চার পাশের সবাইকে। এই দেখুন—আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমি পালাই, হ্যাঁ আমি পালাই, নইলে কখন কি করে বসবো জানি না।

উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

লক্ষ্মী॥ আহা, বেচারী! একটু কিছু খাইয়ে দিলে হতো। আর খাওয়াবোই বা কি? নিজেদের খোরাকই ভাল চলে না—তার ওপর হাতীর খোরাক—ওরে বাবা, সে যে কি, কে জানে!

লক্ষ্মীদেবী ভিতরে চলিয়া গেল

মহারাজের প্রবেশ

মহারাজ॥ (হস্তস্থিত কার্ড পাঠ) "বিক্রমাদিত্য সিংহ। Ex-জমিদার, Ex-রায়সাহেব, Ex-রায় বাহাদুর।"

এককড়ি॥ ওরে বাবা! সবই x!

মহারাজ॥ খুব হোমরা চোমরা লোক বাবা!

এককড়ি॥ তাই নাকি! এই সেরেছে! (নিজেই চট্‌পট্ চেয়ার টেবিলের ধুলো ঝাড়িয়া) আন্—আন্! (মহারাজ বাহিরে চলিয়া গেল) আমার ঘরে এমনি সব খানদানী লোক! আমি যে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেলাম রে বাবা!

মহারাজসহ বিক্রমাদিত্যের প্রবেশ

এককড়ি॥ আসুন—আসুন। বসুন। আজ আমার কি সৌভাগ্য!

বিক্রম॥ হেঃ হেঃ হেঃ সৌভাগ্য আমারও। বড় বিপদে পড়েই আপনার কাছে এসেছি। হেঃ হেঃ হেঃ, মানে কন্যাদায়।

এককড়ি॥ কন্যাদায়? আপনার?

বিক্রম॥ হেঃ হেঃ হেঃ আমার। কাগজে আপনার হস্তী-প্রাপ্তির সংবাদ পড়েই বড় আশা করে আপনার কাছে ছুটে এলাম মশাই। হেঃ হেঃ হেঃ—

এককড়ি॥ না- না, আমার ছেলেদের এখনো বিয়ের বয়স হয়নি মশাই।

বিক্রম॥ কিন্তু আপনার হাতীটির বিয়ের বয়স নিশ্চয়ই হয়েছে। হেঃ হেঃ হেঃ---এ না বললে শুনব কেন? হেঃ হেঃ হেঃ—

এককড়ি॥ আমার হাতীর সঙ্গে বিয়ে দিতে চান আপনার মেয়ের?

বিক্রম॥ হেঃ হেঃ হেঃ, সেই দরবারেই তো এসেছি মশাই। লোকে বলে না, পুরুষের দুই দশা—কখনো হাতী কখনো মশা। হেঃ হেঃ হেঃ আমার এখন মশার দশা চলছে মশাই। জমিদারী ছিল, সরকার নিয়ে নিল। রায়সাহেব, রায়-বাহাদুর অতগুলো টাইটেল ছিল সাহেবদের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও উড়ে গেল। আজ থাকার মধ্যে আছে, আমার সবেধন নীলমণি এক 'নন্দিনী'। আপনার হাতীর সঙ্গে বিয়েটা যদি কোনো মতে দিতে পারি—হেঃ হেঃ হেঃ—

এককড়ি॥ উঠুন মশাই, উঠুন। সোজা রাঁচি চলে যান।

সেখানে গিয়ে হাতীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিন। এখানে হবে না—উঠুন—উঠুন--

বিক্রম॥ হেঃ হেঃ হেঃ আপনি আমাকে পাগল ঠাওরেছেন। কিন্তু মশাই—হেঃ হেঃ হেঃ—আমি পাগল নই। আপনার ধারণা 'নন্দিনী' আমার কন্যা। আপনার ধারণা ঠিকই, তবে, হেঃ হেঃ হেঃ হাতী মেয়ে হাতী, কুন্‌কি। আমার সব গেছে থাকবার মধ্যে আমার ঐ মেয়েটাই আছে। হেঃ হেঃ হেঃ- ব্যাপারটা এখন বুঝেছেন? (এককড়িকে হাসিতে দেখিয়া) হেঃ হেঃ হেঃ এই তো মুখে হাসি ফুটেছে—এইবার বুঝেছেন। হেঃ হেঃ হেঃ সবাই বলে Grow more food. আমি বলি, Grow more Elephant. নাতি পুতি হবে, দেশ বিদেশে চালান দিয়ে ডলার আর্ন করা চলবে। আর আজকাল ডলার আর্ন করলেই সরকার থেকে আবার খেতাব আসবে। হেঃ হেঃ হেঃ, বেয়াই আপনি হবেন হস্তীশ্রী আমি হব হস্তীভূষণ। হেঃ হেঃ হেঃ--

এককড়ি॥ (চটিয়া গিয়া) কত পণ দেবেন? আপনার এই মেয়ে হাতীর বিয়েতে কত পণ দেবেন? (খুব ষ্টাইল করিয়া বরকর্তার পদমর্যাদাসূচক ভঙ্গীতে বসিয়া পড়িলেন) বলুন—

কার্ড হস্তে মহারাজের প্রবেশ

বিক্রম॥ বিয়েতে আপনি পণ নেবেন মশাই? হেঃ হেঃ হেঃ আপনি তো আচ্ছা ছোটলোক। হেঃ হেঃ হেঃ এই মডার্ণ

যুগেও এত Backword আপনি। এই ঘরে দেব আমার মেয়ে! আমার 'নন্দিনী' আজীবন কুমারী থাকবে তবু এ ঘরে তার বিয়ে আমি দেব না। ভুলবেন না মশাই—আমি বিক্রমাদিত্য সিংহ। I will grow more elephant but not with you. হেঃ হেঃ হেঃ—

প্রস্থান

মহারাজ॥ কেলেঙ্করিয়াস—(হস্তস্থিত কার্ড পাঠ) "শ্রীদুখীরাম দাস।"

এককড়ি॥ যা'চ্চলে—বিক্রমাদিত্য সিংহ থেকে একেবারে দুখীরাম দাস এসে গেল। তা এ ভালো, মুখটা বদলাবে। আনো,—দেখি এ আবার কি চীজ!

মহারাজ॥ (দ্বারপ্রান্তে গিয়া) আসুন। (দুখীরামের কানে কানে) বাবার মেজাজটা এখন ভালো নয়—একটু বুঝেশুনে কথা বলবেন।

মহারাজ চলিয়া গেল

এককড়ি॥ আসুন মশাই—আসুন। বেটাচ্ছেলে কি বলে গেল আপনার কানে কানে?

দুখীরাম॥ এঁ্যা—(ঢোঁক গিলিয়া) আমারে কথা কইতে নিষেধ করলেন। কইলেন, আপনার মেজাজটা ভাল নয়। তা' আমি কথা কইতে আসিও নাই।

এককড়ি॥ বটে! কথা বলতে আসেন নি! বাঁচালেন মশাই। কোথায় যে এরা থাকে! ওগো, একটু তামাক পাঠিয়ে দাও না।

ইতিমধ্যে দুখীরাম এককড়ির পায়ের সামনে জোড়াসনে বসিয়া
পড়িয়াছে এবং পকেট হইতে একটি চায়ের প্লেট এবং একটি
জলপূর্ণ ছোট শিশি বাহির করিয়া প্লেটটি এককড়ির
পায়ের সামনে রাখিয়া শিশি হইতে প্লেটে জল
ঢালিয়া দিল এবং এককড়ির পায়ের
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তাহাতে চুবাইয়া ধরিল

এককড়ি ॥ আরে আরে, একি হচ্ছে ? একি করছো ?

দুখীরাম চট করিয়া পাদোদকের পাত্রটি হইতে একটু পাদোদক
মুখে এবং মাথায় ছিটাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমন
সময় হুঁকো হস্তে লক্ষ্মী দেবীর প্রবেশ

এককড়ি ॥ (হুঁকাটি হাতে লইয়া লক্ষ্মীকে) কি যে সব লোকের পাল্লায় পড়েছি দেখগো—দেখ।

দুখীরাম ॥ (লক্ষ্মীর প্রতি) এ্যাঁ, আপনি! মা জননী! আমার ভাগ্যবতী মা জননী! সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী আপনি। (সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল এবং চট করিয়া তাহার পদধূলি লইয়া মুখে ও কপালে ঠেকাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দশ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া উহা লক্ষ্মীর পায়ে ছোঁয়াইয়া এককড়ির গায়েও ছোঁয়াইল) আমার কাজ হয়ে গেল। চলি মা, চলি বাবা।

এককড়ি ॥ কিন্তু এ সব কি পাগলামী হলো বলো দেখি!

দুখীরাম ॥ দ্যাখেন মশাই, সারা জীবন লটারীর টিকিটই কিনলুম। কিন্তু এ বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লো না কোন দিন। রেসে যাই—তাও হারি। আজ তাই পণ

কবে বের হয়েছিলুম ভাগ্যবান আর ভাগ্যবতীর পাদোদক খাবো। আর বেসে যাবার আগে টাকাটা শ্রীঅঙ্গে ঢ় হয়ে নিয়ে যাবো। আজও যদি আমি হারি, আজ আমার গলায় দড়ি আপনাদেরও।

ছুটিয়া বাহিরে প্রস্থান

একর্কড়ি ॥ কত রকম লোকই যে দুনিয়ায় আছে! বাড়ীটা দেখছি চিড়িয়াখানা হয়ে গেল!

লক্ষ্মী ॥ হ্যাগা, খালি তো দেখি লোকই আসে, হাতী আসে কই?

এককড়ি ॥ আসছে। আসছে। এতো তুমি আমি নই; এ হলো গিয়ে হাতী। যাকে বলে গজেন্দ্রগমন।

লক্ষ্মী ॥ গজেন্দ্র গমন আর আমাকে শেখাতে হবে না। কিন্তু চলতে ফিরতে এত দেরী আমারো তো কোনো দিন হয় নি।

একটি লোক এখানে ঢুকিবেই—মহারাজ তাহাকে ঢুকিতে দিতেছে না। কিন্তু লোকটি কোনো রকমে মহারাজের হাত এড়াইয়া এখনে ঢুকিয়া পড়িল। লোকটি পাগল।

এককড়ি ॥ আরে—আরে, এ আবার কে?

মহারাজ ॥ লোকটা পাগল বাবা।

লক্ষ্মী ॥ পাগল! ওরে বাবা!

পাগল ॥ না মা, না বাবা, আমি পাগল নই। লোকে আমাকে পাগল বলে বটে কিন্তু আমি পাগল নই। এই দেখ আমার পা। বল দেখি কোথায় গোল?

এককড়ি॥ না—না, তুমি পাগল নও—পাগল নও। পাগল আমরা। তুমি কেন বাবা পাগলের সঙ্গে থাকবে? যাও বাবা, বাড়ী ফিরে যাও। মহারাজ! নিয়ে যা বাবা—একে নিয়ে যা।

পাগল॥ যেতে বলছো যাচ্ছি, কিন্তু বাড়ীর তুয়ারে আমি বসে থাকবো। ছোটবেলায় ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছি, কাঠকুড়নির ব্যাটা খেতে পেত না। বনে বনে কাঠ কুড়িয়ে বেড়াত। এদিকে রাজা গেল মরে। তার আবার ছিল না ছেলে। সিংহাসনে বসে কে? রাজহাতী বেরিয়ে পড়লো—শেষে ঐ কাটকুড়নির ব্যাটাকেই পিঠে তুলে এনে, বসিয়ে দিল সিংহাসনে। তোমার হাতীটা যখন আসবে আমি সেই চান্সটা নেব।

মহারাজ॥ মার্ভেলাস—মার্ভেলাস। আসুন, আসুন—আপনাকে আমি দোরগোড়ায় বসিয়ে দিচ্ছি।

উভয়ের প্রস্থান

এককড়ি॥ ক্যাডাভ্যারাস্!

লক্ষ্মী॥ এ সব দেখে শুনে আমার মাথাটা যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে! হ্যাঁগা—আমরা কি সত্যি সত্যি হাতী পেয়েছি? আমরা পাগল হইনি তো?

এককড়ি॥ আরে না—না, খবরের কাগজে ছাপার হরফে উঠেছে, ওকি কখনো মিথ্যে হয়?

লক্ষ্মী॥ কি জানি, আজ সকাল থেকেই আমার বুক কাঁপছে।

অন্দরে প্রস্থান

মহারাজের প্রবেশ

মহারাজ ॥ (হস্তস্থিত কার্ড পাঠ) "আপনার বন্ধু অনিত্যজীবন চৌধুরী। ৫।৯এ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

এককড়ি ॥ আমার বন্ধু ! অনিত্যজীবন চৌধুরী ! কই মনে করতে পারছি না তো ?

অনিত্যজীবন ডাকের অপেক্ষা না করিয়া
নিজেই আবির্ভূত হইলেন

মহারাজ ॥ এসে গেলেন ? আমি ডাকবো, তবে তো আসবেন !

অনিত্য ॥ আরে পোলা, আসল বন্ধুরে ডাইকতে হয় না—সে আপনিই আইস্যা হাজির হয়—

মহারাজ ॥ কেলেঙ্করিয়াস্—

বাহিরে চলিয়া গেল

এককড়ি ॥ ক্যাডাভ্যারাস্ ! আপনি আমার বন্ধু ?

অনিত্য ॥ আমি আপনার বন্ধু—সগ্‌গলের সুহৃদ। ঐ আমার উপাধি, ঐ আমার পরিচয়। এই ত্যাহেন না—আমার কার্ডেও এম এ, বি এ উপাধি নাই, পদ্মভূষণ—পদ্মশ্রী উপাধিও নাই। আমার ঐ এক উপাধি—আপনা গো হক্কলের বন্ধু অনিত্যজীবন চৌধুরী। ছাপার অক্ষরে আমি এই দাসখত লেইখ্যা দিছি। আপনার যখন বন্ধু—

আপনার উপকারের লাইগাই আইছি। এ বিষয়ে আপনি মনে কোনো সন্দেহ রাইখ্‌বেন না।

একবড়ি ॥ তা' বন্ধুবর বলুন, কি বলবেন বলুন।

অনিত্য ॥ কওনের আগে কাম। আমার কামটা আগে সাইরা লই—

পকেট হইতে একটি কাঁচের শিশি বাহির করিল।
তাহার ভিতর কয়েকটা ছারপোকা ও
পিপীলিকা রক্ষিত আছে

অনিত্য ॥ আমি আমার এই কাচের শিশিডা আপনার এই টেবিলের উপর রাইখলাম। আপনি না মহাভারত সার্কাস কোম্পানীর হাতী লটারীতে পাইছেন? আরে মশয়, যোগাযোগটা ছ্যাহেন। ঐ মহাভারতেই স্বর্ণাক্ষরে ল্যাখা আছে, বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিররে জিজ্ঞাস কইরলেন সংসারে আশ্চর্যডা কি? যুধিষ্ঠির কি উত্তর দিলেন—কন দেহি?

এককড়ি ॥ জানি না মশাই।

অনিত্য ॥ আরে মশয়, গরম হন্ ক্যান্—শোনেন্ আমি কইত্যাচি, কি উত্তর দিলেন আমি কইত্যাছি। যুধিষ্ঠির কইলেন, প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি জীব মরত্যাছে—স্ত্রী পুত্রদের পথে বসাইয়া—অনাথ কইরা রাইখ্যা যমের দুয়ারে মহাপ্রস্থান কইরত্যাচে। কিন্তু ছ্যাহেন, এসব দেইখ্যা শুইন্যাও মাইনষে শ্যাষের দিনের কথাডা এক্কেবারে

ভূইল্যা যায়। যুধিষ্ঠির কইলেন, লোকে যে এই মৃত্যুর কথাড়া ভুইল্যা যায়- বুঝছেন না মশয়, এইট্যাই হইল সংসারে একমাত্র আশ্চর্য জিনিষ।

একাকড়ি॥ সে মশাই আপনিও ভুলে যান, আমিও ভুলে যাই।

অনিত্য॥ না-না-না, আমি ভুলি না। দ্যাহেন না, তাই বাপ-মার দেওয়া নাম জীবন চৌধুরীর আগে আমি অনিত্য যোগ কইর্যা লইয়া অনিত্যজীবন চৌধুরী নাম ধারণ করছি। আপনি তো তা করেন নাই। তাই আপনার লাইগ্যা এই কাঁচের শিশিডা আনছি। এহন আমার কামটা দ্যাহেন। এই কাঁচের শিশিতে সব অনিত্য প্রাণী পুইর‍্যা রাখছি ছারপোকা-পিপীলিকা। তারই একটারে আপনার সামনে ছাড়ি। না না, ছারপোকা ছাড়মনা— ভয় পাইবেন না। সামান্য একটা পিঁপরা ছারলাম। (একটা পিঁপড়া একাকড়ির সামনে ছাড়িয়া দিয়া) খেল বাবা পিপরা— মনের সাধে খেল। হাসো, খেলো, নাচো, গাও, ফুর্তি করো, যেমন উনি করেন—আমি করি।

একাকড়ি॥ কি পাগলামী শুরু করেছেন মশাই।

অনিত্য॥ বইসেন—বইসেন। কে পাগল কে ছাগল, এহনই দেখাই। পিপরাটা দ্যাহেন, মনের আনন্দে ঘুইর‍্যা ফিইর‍্যা চলবার লাগছে। এই আপনারই মতো। লাগছে তো? ওর যে মরণ ঘনাইয়া আসছে— একেবারে ভুইল্যা গেছে। এইবার দ্যাহেন ওর মরণ।

ঝোলা হইতে একটা হাতুড়ি বাহির করিয়া তাহার দ্বারা
ঠক করিয়া ঘা দিয়া পিঁপড়াটিকে মারিয়া
ফেলিয়া জয়োল্লাসে—

অনিত্য ॥ ভবলীলা সাঙ্গ। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। হেঃ হেঃ হেঃ এটা আপনারও হইবার পারে, আপনার হাতীরও হইবার পারে। মানেন কিনা কন? হেঃ-হেঃ-হেঃ—

এককড়ি ॥ কি সর্ব্বনাশ। এ যে লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট!

অনিত্য ॥ হ, হ মশাই, আপনি বুদ্ধিমান লোক। আপনি ঠিকই ধরছেন—আপনারে আর আমার কওনের কিছু নাই। এহন কাম। কন দেহি কয় হাজার টাকার পলিসি অইব! আপনার বন্ধু মানে প্রকৃত সুহৃদ—আমি কই, আপনার বিশ হাজার আর হাতীডার—এই ধরেন গিয়া এক লাখ।

এককড়ি ॥ (রাগিয়া) উঠুন মশাই, উঠুন।

অনিত্য ॥ একলাখ শুইন্যা চইট্যা গেছেন? ভাবচেন কেন? জানেন না, মরা হাতীই লাখ টাকা? আর এ ত জ্যান্ত হাতী—শুঁড় নারায়, ধরফর করে!

এককড়ি ॥ বেরিয়ে যাও বলছি। নইলে আমি তোমায় অনিত্য জীবন করেই ছাড়বো।

এক রকম জোর করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিলেন

অনিত্য ॥ যাইবার-কইত্যাচেন যাইতাচি, তবে শুইন্যা রাখেন—আমি আপনার বন্ধু—আবার আস্‌মু— প্রস্থান

সঙ্গে সঙ্গে সাহেব বেশ পরিহিত এক জেণ্টলম্যানের প্রবেশ। সঙ্গে মহারাজ।

জেণ্টলম্যান॥ Good morning!

এককড়ি॥ আপনি আবার কে?

মহারাজ॥ (কার্ড পাঠ) এ টি-অ্যাট, ডব্লিউ, ডবল্ ও, এল উল—ডি ও ডবল ডি—ডড

AT WOOL DODD

BNGS.

এককড়ি॥ চিনলাম না তো?

জেণ্টলম্যান॥ লটারীতে হাতী পেয়েছেন, আর কি চিন্‌বেন? আমি আপনার বড়ভাইয়ের ছেলের ছেলে। অতুল—অতুল দত্ত। তবে অবশ্য ঘরের বাইরে AT WOOL DODD—BNGS

এককড়ি॥ ওরে হতচ্ছাড়া! তুই সেই অতুল? তুই নাকি বাঁচি থেকে বিলাত গিয়েছিলি? কি পাশ দিয়েছিস? B N G S?

অতুল॥ yes, B N G S দাছ, I mean "বিলাত না গিয়ে সাহেব।" B for বিলাত-N for না-G for গিয়ে-S for সাহেব। আর একটা ডিগ্রীও আমার আছে—W. T.—I mean Without Ticket, মানে, Free Traveller.

মহারাজ ॥ কেলেঙ্করিয়াস্—

চলিয়া গেল

এককড়ি ॥ তুই তো দেখছি বিদ্যের জাহাজ ! P. P. ডিগ্রীটা বুঝি এখনও নিসনি ?

অতুল ॥ How naughty you are Dadu ! P. P ? You mean pick Pocket ! No-nc—I am not yet a P. P. I shall try with your pocket now. Where is my darling Dida ? where is TAKKA ?

এককড়ি ॥ ওরে বাবা ! B N G S হয়েই এই ! B G S হলে না জানি কি হতে !

~~অন্তরাল হইতে লক্ষ্মীদেবীর প্রবেশ~~

~~লক্ষ্মী ॥ হ্যাঁ গা, হাতী কি এলো~~ ?

এককড়ি ॥ হাতীর বদলে বাঁদর এসেছে। চিনতে পারছো না ?

লক্ষ্মী ॥ কে ?

এককড়ি ॥ তোমার নাতি গো—অতুল। সেই পাগলা।

অতুল ॥ Hallo Dida ! সেই যে আমাকে তুমি "ক্যাইচুজ গ্যাণ্ট" খাইয়েছিলে—আজো আমার মুখে লেগে আছে, আর তুমি আমায় চিনতে পারছ না ?

~~লক্ষ্মী ॥ কি খাইয়েছিলাম ?~~

অতুল ॥ ক্যাইচুজ গ্যাণ্ট !

~~লক্ষ্মী~~ ॥ সে আবার কি ?

অতুল ॥ কচুর ঘণ্ট। ভুলে গেছ ? কিন্তু আমি তো ভুলিনি ! মনে হলে এখনও আমার মুখ চুলকোয় দিদা !

এবার হুড়মুড় করিয়া কয়েকজন এখানে ঢুকিয়া পড়িল। পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া আসিল দেবরাজ ও মহারাজ

[illegible]ী ॥ ওরে বাবা ! এরা আবার কারা !

অন্দরে পলায়ন

দেবরাজ ॥ হাতীর এখনও দেখা নেই কিন্তু হুজ্জুৎ দেখ। এঁরা সব পাড়ার লোক। না ছেড়ে দিয়েই বা করি কি ? বাইরে এখনও এক দঙ্গল—আমি চললাম।

বাহিরে প্রস্থান

১ম প্রতিবেশী ॥ আমরা টেলিফোন ক'রে খবর নিয়েছি—হাতী আসতে আর বিলম্ব নেই।

২য় প্রতিবেশী ॥ আমরা হাতীর একটা সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করেছি। সভাটা হবে বিকেলে। (এককড়িকে) প্রধান অতিথি হবেন আপনি।

৩য় প্রতিবেশী ॥ এই সম্বর্ধনা-সভার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে এসেছি আমরা। বর্তমান যুগে এতবড় একটা Silly ব্যাপার আমরা সইবো না।

৪র্থ প্রতিবেশী ॥ হাতী সম্বর্ধনার যুগ ছিল মান্ধাতার আমলে। গরুরগাড়ীর যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি।

রেল-ষ্টীমারের যুগও প্রায় খতম। এটা এখন মোটরের যুগ—Speed-এর যুগ।

৩য় প্রতিবেশী ॥ এটা এখন Sputnik-এর যুগ। এ যুগে হাতী সম্বর্ধনার মত Nonsense চলবে না।

১ম প্রতিবেশী ॥ স্পুটনিক! এ হলো গিয়ে মস্কো-মার্কা কথা। ভারতের ঐতিহ্যই হলো হাতী।

২য় প্রতিবেশী ॥ ভারতের ঐতিহ্য দেবতাত্মা হিমালয়। সেই হিমালয়ের নামধারণ করছে এই হাতী। হাতীর সম্বর্ধনা আমরা করবোই।

৩য় ও ৪র্থ প্রতিবেশী ॥ আমরা দেব না।

উভয়পক্ষই আস্তিন গুটাইতে লাগিল। এককড়ি
টেবিলের তলে ঢুকিয়া পড়িলেন। অতুল চট
করিয়া ঐ টেবিলের উপর উঠিয়া
দাঁড়াইয়া বক্তৃতা সুরু করিল।

অতুল ॥ Ladies and Gentlemen. দয়া করে আমাকে একটু patient hearing দিন। পাঁচ বৎসর আমি Lunatic Asylumএ ছিলাম। সবে সাড়া পেয়ে আমি আমার দাদু এককড়ি বোসের বাড়ীতে এসেছি। গোলমাল আর চেঁচামেচি হলেই আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। (পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া) তখন আমি Senselessly স্যুট্ করি। এখনই আমার স্যুট্ করতে ইচ্ছা হচ্ছে। Not a word please—Vanish. One—Two—

ম্যাজিকের মত কাজ হইল। প্রতিবেশীরা নিঃশব্দে ছুটিয়া পলাইল

But Dadu ! Where are you ?

একক‌ড়ি ॥ (টেবিলের তলা হইতে) Here ! At your bottom.

অতুল ॥ Come out.

একক‌ড়ি ॥ Yes Sir.

টেবিলের তলা হইতে একক‌ড়ি বাহিরে আসিতেই—

অতুল ॥ I can't stand a coward ! (একক‌ড়িকে গুলি করিতে গেল। একক‌ড়ি আতঙ্কে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। অতুল গুলি করিল। লক্ষ্মী, টাকা, দেবরাজ, মহারাজ সকলে ছুটিয়া আসিল। লক্ষ্মী ও টাকা ভূপতিত একক‌ড়ির দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অতুল টেবিলের উপর দাঁড়াইয়া পাগলের মত অট্টহাস্য হাসিতে লাগিল।)

দেবরাজ ॥ কি সর্বনাশ ! মহারাজ ! পুলিশ ডাক ! আমি Rascalকে ধরছি।

অতুল রিভলবারটি দেবরাজের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।
দেবরাজ সেটা চট করিয়া তুলিয়া লইয়া
পরীক্ষা করিয়া দেখিল।

দেবরাজ ॥ আরে যাঃ, এটা যে একটা Toy ! খেলার রিভলবার !

অতুল হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে টেবিলের উপর
হইতে লাফাইয়া নামিল এবং এক হ্যাঁচ্‌কা টানে
একক‌ড়িকে দাঁড় করাইয়া দিল।

একক‌ড়ি ॥ (কাঁপিতে কাঁপিতে) ওরে আমি বেঁচে আছি তো ?

অতুল ॥ Sure. কিন্তু রিভলবারটি রেখে দাও দাদু। ওটা তোমাদের দিচ্ছি, লোক ঠেকাতে কাজে লাগবে।

এককড়ি ॥ তা লাগবে। আজ খুব বাঁচিয়েছিস আমায়।

অতুল ॥ তবে এবার আমাকে বাঁচাও দাদু। ভবঘুরে হয়ে আর ঘুরতে পারি না। W. T. হয়ে অনেকবার ধরা পড়েছি। আর ওসব ভাল লাগে না। হাতীটা লটারীতে পেয়েছ শুনে ছুটে এলাম। হাতীটা অন্ততঃ একমাসের জন্যে আমায় ভাড়া দাও। আমি Nominal একটা প্রণামী তোমায় ধরে দেব।

এককড়ি ॥ ভাড়া নিয়ে তুই কি করবি ?

অতুল ॥ সকালে-বিকালে মাঠে নিয়ে যাব। Twenty five N. P. per ticket করে দশ মিনিটের Joy-ride দেব। এতে আমার কপালে এখন যা হয়।

এককড়ি ॥ দেব। আমি তোকে দেব।

অতুল ॥ Right O. (ঘড়ি দেখিয়া) My God. I am late for an appoinment. By—By—

লক্ষ্মী ॥ কিছু খেয়ে গেলি না ?

অতুল ॥ (ফিরিয়া) There you are. রাত্রে আসবো। রেঁধো, 'ক্যাইচুজ গ্যাণ্ট'...টা—টা—

অতুল চলিয়া গেল। সকলে হাসিয়া উঠিল।

মহারাজ॥ কেলেঙ্করিয়াস্।

মহারাজ বাহিরে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে বাহিরে
পাড়ার ছেলেরা ব্যাণ্ড বাজাইতে বাজাইতে
আসিতে লাগিল। সেই বাদ্য শুনিয়া—

টাকা॥ ব্যাণ্ড বাজছে। তবে বোধহয় আমাদের 'হিমালয়' আসছে। ~~মা শীগ্গীর চলো~~। ~~গরদের শাড়ীটা পরে নাও~~। বাবার পোষাকাটাও পাল্টোতে ~~হবে~~। ~~এসো, এসো মা~~।

মাকে টানিতে লাগিল

লক্ষ্মী॥ আঃ দাঁড়া না। শুধু বরণ করলেই তো চলবে না, হাতীকে খাওয়াতে তো হবে। হ্যাঁ-গা, হাতীর খোরাকটা তো বললে না।

এককড়ি॥ আঃ জ্বালাতন। আমি কি হাতী যে হাতীর খোরাক জানবো। সাত পুরুষে আমার কেউ কি হাতী পুষেছে যে হাতীর খোরাক জানবো!

টাকা॥ তুমি এসো মা।

মাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল

মহারাজের প্রবেশ

মহারাজ॥ (কার্ড পাঠ) "বাড়ীওয়ালার গোমস্তা ত্রিশূল সরকার"।

এককড়ি॥ এই রে ; সেরেছে! এক শূলেই রক্ষে নেই—এ আবার ত্রিশূল। তা' হোক্ বাড়িওয়ালার গোমস্তা, বাড়িতে আসবে বৈ কি! না বলবে কে!

মহারাজ ॥ (দরজায় গিয়া) আসুন।

মহারাজ বাহিরে ছুটিয়া চলিয়া গেল ত্রিশূলের প্রবেশ

ত্রিশূল ॥ এই যে এককড়িবাবু, নমস্কার। মরা হাতীই লাখ টাকা, আর আপনি তো পেয়ে গেছেন তাজা হাতী। আর আপনাকে পায় কে? তিন মাস বাড়ী ভাড়া ঠেকিয়ে রেখেছিলেন—এবার দয়া করে ফেলুন। আমি রসিদ কাটছি।

এককড়ি ॥ ওরে বাবা! রসিদ না কেটে, আমায় কাটুন।

ব্যাণ্ডবাদ্য নিকটতর হইল

এককড়ি ॥ ত্রিশূল মশাই; হাতীটা বুঝি এসে গেল। আজকে আপনার এসব হাঙ্গামা রেখে দিন। ও পরে হবে'খন। বিবেচনা করে দেখুন, এ বাড়ী আপনাদেরই। আর, এ বাড়ীতে হাতী আসছে—এতো আপনাদেরও আনন্দের কথা। আসুন, আজ সবাই মিলে একটু আনন্দ করি।

ত্রিশূল ॥ (বিল কাটিয়া) এই নিন একশ' কুড়ি টাকা বারো নয়া পয়সা।

এককড়ি ॥ কোথায় পাব মশাই একশ' কুড়ি টাকা বারো নয়া পয়সা? শূলেই দিন আর ফাঁসিই দিন, আজ কিছুই দিতে পারবো না।

ত্রিশূল ॥ বলেন কি মশাই? অথচ বাড়ীতে হাতী আনছেন?

এককড়ি ॥ বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি, জানেন তো? আমার হয়েছে তাই।

ত্রিশূল॥ তা মন্দ কি। তিন মাসের ভাড়া বাকী। নালিস করেও আদায়ের উপায় ছিল না এতদিন। এবার হ'ল। ঐ হাতীই ক্রোক করা যাবে এখন।

প্রস্থান

এককড়ি॥ এসো ক্রোক করতে। হাতীর গোদা পায়ের লাথি খেতে এসো ভাই এসো।

ব্যাণ্ডবাদ্য নিকটতর হইল। সাজিয়া গুজিয়া লক্ষ্মী ও টাকার প্রবেশ। লক্ষ্মীর হাতে বরণডালা ও টাকার হাতে শঙ্খ। টাকা শাঁক বাজাইতে লাগিল। ছুটিয়া আসিল মহারাজ।

মহারাজ॥ ব্যাপার কি? শাঁক বাজাচ্ছো কেন?

টাকা॥ কেন, হাতী আসে নি?

মহারাজ॥ না—না, ফোন করে সব জেনেছে, হাতী এখনও রওনা হয়নি। রওনা হব হব হয়েছে।

টাকা॥ তবে ব্যাণ্ড বাজছে কেন?

মহারাজ॥ আসবে সেই আনন্দেই বাজাচ্ছে, যে আনন্দে তুমি অমন সাজ সেজেছ। দিদির সাজটা দেখেছ বাবা যেন ফিলিম ষ্টার! কেলেঙ্করিয়াস্।

ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল

টাকা॥ দেখতো মা, আমার সঙ্গে মিছিমিছি লাগছে। হাতী বরণ করব—হাতীর পিঠে চাপব—দশজন তাকিয়ে দেখবে —ফটো নেবে—তা' একটু সাজবো না মা। তুমিও মা

এসো—মুখটা বড্ড চক্‌চক্‌ করছে—একটু পাউডার মাখবে এসো।

টাকা ভিতরে ছুটিয়া চলিয়া গেল

লক্ষ্মী ॥ ওগো তুমিও এসো না! এমন দিন জীবনে পাইনি—পাবও না। একটু সাজগোছ করবে না?

এককড়ি ॥ রাখ তোমার সাজগোছ। সেই সকাল থেকে হাতী নিয়ে বকবক করতে করতে হাতীর মতই ক্ষিদে পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, হাতীর ক্ষিধে!

লক্ষ্মী ॥ তাই নাকি? এসো-এসো, খাবে এসো, হাতীর খোরাকটা কত দেখি!

এককড়ি ॥ কি! আমি হাতী! আমার হাতীর খোরাক! এও আমায় শুনতে হল! যাও, আমি খাব না।

ছুটিয়া মহারাজের প্রবেশ

মহারাজ ॥ (হস্তস্থিত কার্ড পাঠ) "বিজ্ঞানবিহারী বটব্যাল—"

এককড়ি ॥ বুঝেছি, অজ্ঞান করে ছাড়বেন। তা, তোমার দাদার হাতের ছাড়পত্র যখন পেয়েছেন—আসুন বিজ্ঞান, হই অজ্ঞান।

মহারাজ ॥ (দরজায় গিয়া) আসুন।

লক্ষ্মী ভিতরে চলিয়া গেলেন

বিজ্ঞানবিহারীর প্রবেশ

একক্কড়ি ॥ শুনুন বিজ্ঞানবিহারীবাবু, সকাল থেকে বকর বকর করতে করতে আমার মুখ ব্যথা হয়েছে—ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে—মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। আপনার যা বলবার আছে তা দু'মিনিটে বলুন—নইলে জানবেন আমি ক্ষেপা কুকুর হয়ে আছি—কামড়াতে পারি। আমি মশাই, আগেই ওয়ার্ণিং দিয়ে রাখচি।

বিজ্ঞান ॥ না না কামড়াবেন কেন! বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হল গিয়ে—আমি এক মিনিট সময় নেব। (পকেট হইতে একটি কঁৎ বেল বাহির করিয়া) বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হল গিয়ে—একটি কঁৎ বেল। চিড়িয়াখানার হাতী এটিকে খেয়েছিল—তারই পেট থেকে পড়েছে এটি। বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হল গিয়ে—হাতী খাওয়া সেই কঁৎ বেল। এটিকে আপনারি সামনে ভাঙছি। (কঁৎ বেলটি ঠুকিয়া ভাঙিয়া এককড়িকে দেখাইতে দেখাইতে) বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হল গিয়ে—ভিতরটা একেবারে ফাঁপা। বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হল গিয়ে—"গজভুক্ত কপিত্থ।"

এককড়ি ॥ বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হয়ে গেল আপনার এক মিনিট।

বিজ্ঞান ॥ ওরে বাবা কামড়াবেন নাকি—বিবেচনা করুন—

তার নাম কি—এই হল গিয়ে—তবে আমার প্রস্থান। (গমনোদ্যত)

একক‌ড়ি॥ শুনুন শুনুন—বিবেচনা করুন—আপনার কথাগুলো আমার বেশ লাগছিল। তার নাম কি—এই হল গিয়ে—আপনি চালিয়ে যান।

বিজ্ঞান॥ হেঃ হেঃ হেঃ বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এই হল গিয়ে কথার মত কথা। বিবেচনা করুন—তার নাম কি—এটম বোম্—হাতীর পেটেই এটম বোম্ লুকিয়ে রয়েছে। বিবেচনা করুন তারি চোটে কঁৎ বেল ফাঁপা হয়ে যায়—তার নাম কি—এই হল গিয়ে যেন হিরোসিমা—সহর আছে—লোক নেই—এই যেমন খোসা আছে মাল নেই। তাই বিবেচনা করুন আপনার হাতীটা মেরে—তার নাম কি—এই হল গিয়ে—আমি গবেষণা করে আবিষ্কার করতে চাই Secret of that atom bomb!

একক‌ড়ি॥ আমার হাতীটা মেরে! বিবেচনা করুন তার আগে আপনাকে যদি মারি—তার নাম কি এই হল গিয়ে উচিত।

বিজ্ঞান॥ না-না বিবেচনা করুন আমি পালাচ্ছি—আমি পালাচ্ছি।

পলায়ন

~~অন্তরাল হইতে লক্ষ্মী ও টাকার প্রবেশ~~

~~লক্ষ্মী॥ কারা এরা সব~~ ?

টাকা॥ মাথা খারাপ করে দিল দেখছি।

দেবরাজের প্রবেশ। পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুদির প্রবেশ

দেবরাজ॥ না বাবা এ যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে। কাকে আমি রুখবো! এই যে মুদি মশায় এসেছেন।

মুদি॥ বড় আনন্দ হলো বাবু, সব শুনে বড় আনন্দ হলো। একেই বলে রাজভাগ্য।

এককড়ি॥ কিন্তু খাতা খুলছেন যে মুদি মশাই ?

মুদি॥ দেড়'শ টাকার ওপর আমার পাওনা। আজ খাতা খুলব না তো কবে খুলব ? হাতীর খোরাকটা আমার দোকান থেকেই নেবেন মা। টাকায় ছু' নয়া পয়সা আমি ছেড়ে দেব।

[illegible]॥ হাতীর খোরাকটা যে কত—তাই তো জানতে পারলাম না বাবা !

মুদি॥ বেশ তো আগে জান্নুন তারপর নেবেন। কিন্তু আমাকে আর দাঁড় করিয়ে রাখবেন না, বাকী পাওনাটা মিটিয়ে দিন। দোকান খালি রেখে এসেছি।

ছুধের বাঁক কাঁধে গোয়ালার প্রবেশ

গোয়ালা॥ লিয়ে লিন মা, আপনার হাতীর খোরাকী ছুধ এনেছি দশ সের। আরো লাগে দেব, তবে বকেয়া পাওনাটা আজ দিয়ে দিন।

নেপথ্যে সমবেত কণ্ঠে গান ও কোলাহল শোনা যাইতে লাগিল

একদল ॥ বস্তির গলিতে হাতী আসা চলবে না—চলবে না।

আর একদল ॥ (গান)

একককড়ি এনেছে হাতী
আঁধার ঘরে জ্বলেছে বাতি ॥
ভাঙা-ঘরে চাঁদের আলো
হরিবল ভাই হরিবল ॥

একককড়ি ॥ (চটিয়া গিয়া) আঃ ঘরে বাইরে এসব কি হচ্ছে —বেরিয়ে যাও—সব বেরিয়ে যাও—

গোয়ালা ॥ বেরিয়ে যাবো মানে ?

মুদি ॥ পাওনা না নিয়ে যাচ্ছি না। (গোয়ালাকে) হাতী পেয়েছে—পিঠে চেপে আমাদের কলা দেখিয়ে হাওয়া হবার মতলব।

গোয়ালা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা নয় তো কি !

একককড়ি ॥ বটে ! আমি চোর না জোচ্চোর—যে হাওয়া হবো ?

দেবরাজ ॥ হাতী ঘরে না আসতেই এই, এলে তো দেখছি—

গোয়ালা ॥ এলে তো আর তোমাদের ধরাছোঁয়া পাবো না বাবা।

মহারাজের প্রবেশ

একককড়ি ॥ (আরো চটিয়া গিয়া মহারাজ ও দেবরাজকে)

দাঁড়িয়ে থেকে এই সব অপমান সইবি ? কি ছাই ডন্ বৈঠক করিস্ তোরা ?

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা আস্তিন গুটাইয়া পাওনাদারদের আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

মুদি॥ আচ্ছা, দেখে নেব। এক মাঘে শীত যায় না।

পলায়ন

গোয়ালা॥ (বাঁক তুলিয়া লইয়া) আচ্ছা যাচ্ছি। এতটা দুধ জলে গেল।

পলায়ন

দেবরাজ॥ যা ব্যাটা—ওটা জলই ছিল। কলের জল কলে ঢেলে দে'।

লক্ষ্মী॥ হ্যাঁ-গা—হাতী যে এসে পড়ল কিন্তু তার খোরাকটা তো এখনো বললে না।

এককড়ি॥ সবাইকে খাবে—তোমার ঐ হাতী আমাদের সবাইকে খাবে। দেখছোনা !

ইতিমধ্যে গানের দল এইখানে ঢুকিয়া পড়িল—

নৃত্যগীত—

গান

তাক তেরে রে তাথৈ তাথৈ !
বলো ভাই মাভৈ মাভৈ !
এই কাঙালের বস্তিতে,
আসছে রে আজ হস্তী যে,

একক‌ড়ি বোস দাঁও মেরেছে—
এমন 'লাকী' লোক আছে কৈ ?
বাজাও শিঙা রাম চাকি ঢোল,
জয় হাতী জয় হাতী বোল,
ছেঁড়া চটের নিশান ওড়াও,
পয়সা দুইয়ের ছড়াও খৈ
সখীরে হাতী বোল হাতী বোল
জয় জয় হাতী বোল।

নৃত্যগীতের মধ্যে দেবরাজ সরিয়া পড়িয়া এক কনষ্টেবলকে ডাকিতে গিয়াছিল। এইবার কনষ্টেবল সহ দেবরাজের প্রবেশ।

কনষ্টেবল ॥ হল্লা বন্ধ্ কর—(কোলাহল বন্ধ হইল)

এককড়ি ॥ এই যে এসেছো—এসেছো বাবা, দেখ বাবা—Breach of Peace !

দেবরাজ ॥ Tresspass.

মহারাজ ॥ কেলেঙ্করিয়াস্ !

কনষ্টেবল ॥ চলো সব—বাহার চলো—

গায়কদল ॥ যাতা হ্যায়—যাতা হ্যায়—

গায়ক দলপতি ॥ একটু আনন্দ করেগা—ওভি নেই দেগা ? হামলোগ্ এইসা স্বাধীন হুয়া হ্যায় !

কনষ্টেবল ॥ ভোটমে এইসা আনন্দ্ কা আইন পাশ করাও, যেতনা দিল চায় আনন্দ কর—লেকেন আভি বাহার যাও—(পদদাপে) কেয়া, নেহি যায়েগা ?

গায়কদল ॥ যাতা হ্যায়—যাতা হ্যায়। লেকিন প্রতিবাদ করতে করতে যাতা হ্যায়।

গানের দলের প্রস্থান

এককড়ি ॥ হামলোককো খুব বাঁচায়া হায় কনষ্টেবল সাব। বইঠিয়ে আরাম করিয়ে।

কনষ্টেবল ॥ উহুঁ—এইসা আরাম হাম নেহি মাংতা—হামারা একঠো আরজি হায় বাবু।

এককড়ি ॥ আরজি ? কি আরজি কনষ্টেবল সাব ?

কনষ্টেবল ॥ আপকা হাতীকা পিঠমে বৈঠকে একরোজ হাম আউর মেরা বিবি সহর ঘুমেগা।

এককড়ি ॥ হুঁ সমঝা। একদিন কা বাদশা বেগম তুমলোক বনেগা—এহি মতলব হ্যায় তো ?

কনষ্টেবল ॥ জী।

এককড়ি ॥ মঞ্জুর—

এবার বাহিরে ছেলেদের কোলাহল সুরু হইল

একদল ॥ হাতী তোর পায়ের তলে—

আর একদল ॥ কুলের বীচি।

পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি

এককড়ি ॥ কনষ্টেবল সাব—ঐ ফিন্—

কনষ্টেবল ॥ ডরো মৎ, হাম পালোয়ান সিং হ্যায়—হামারা গোঁফ দেখেগা—সব ভাগে গা—

প্রস্থান

বাহিরে কোলাহল ॥ এই—সব থামো। দেখ এ আবার কোন সাহেব এলেন।

নবাগত ॥ এককড়ি বসুর বাড়ী কি এই ?

কয়েকজন ॥ হ্যাঁ, সার।

নবাগত ॥ উনি তো হাতী পেয়েছেন ?

সকলে ॥ হ্যাঁ, স্যার।

নবাগত ॥ আমাকে একটু পথ দিন।

এককড়ি ॥ (ছেলেদের প্রতি) আবার না জানি কে এলো !

নবাগতের প্রবেশ

নবাগত ॥ আপনিই এককড়ি বোস ?

এককড়ি ॥ আজ্ঞে।

নবাগত ॥ (ছেলেদের দেখাইয়া) এরা কারা ?

এককড়ি ॥ আমার ছেলে দেবরাজ আর মহারাজ।

নবাগত ॥ শুনলাম লটারিতে হাতী পেয়েছেন। কনগ্রাচুলেশানস্ !

এককড়ি ॥ রাখুন, রাখুন। ছা-পোষা লোক—নিজেদেরই চলে না, হাতী পেয়ে হয়েছে গোদের ওপর বিষ ফোড়া।

নবাগত ॥ না না, এ আপনি কি বলছেন ? ইনকাম তো কম নয়। আপনি না হয় এককড়ি। কিন্তু ওরা তো দেবরাজ আর মহারাজ। রাজার সংসার বলুন।

এককড়ি ॥ মসকরা রাখুন মশাই। ~~লক্ষ্মী, টাকা, তোমরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি শুনছো—ও ঘরে যাও~~।

নবাগত ॥ ~~ওরে বাবা ! ঘরে বাঁধা লক্ষ্মী । সিন্দুকে টাকা । এর ওপর হাতী । এ যেন 'মারি তো হাতী লুটি তো ভাণ্ডার'~~ । ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্টকে খুব কলা দেখাচ্ছেন, ~~না~~ ?

এককড়ি ॥ বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান বলছি । নাঃ, একজন দারোয়ান না রাখলে আর চলছে না দেখছি ।

নবাগত ॥ তা রাখুন । একটা কেন দশটা রাখুন । কিন্তু মশাই ইনকাম ট্যাক্স-এর রিটার্ণ দেবেন এবার, আর তাতে হাতীটা দেখাতে ভুলবেন না ।

এককড়ি ॥ কে মশাই আপনি ?

নবাগত ॥ ইনকাম ট্যাক্স অফিসের লোক । কে ইন্‌কাম ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে তাই দেখাই আমার কাজ । আচ্ছা চলি ! (যাইতে গিয়া ফিরিয়া) এক আপনি ছাড়া আর কারোর বিয়ে হয়নি দেখছি । বিয়ের ওপরেও ট্যাক্স বসাবার কথা হচ্ছে জেনে রাখুন । আপনার বাড়ীতে অবিবাহিত তিনজন—নোট করে নিয়ে গেলাম । নেমন্তন্নে ফাঁকি দিতে পারেন, রিটার্ণে ফাঁকি দেবেন না কিন্তু ।

নবাগতের প্রস্থান

এককড়ি ॥ ওরে বাবা, ইন্‌কাম ট্যাক্‌সো ! বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা ! না-না, এ হল কি ! হাতী না আসতেই হত হচ্ছি যে !

বাহিরে ছেলেদের কোলাহল এবার চরমে উঠিল । কেহ কেহ টিন পিটাইতে লাগিল

দেবরাজ ॥ হাতী না আসতেই এই, এলে কি হবে বাবা ?

লক্ষ্মী ॥ এলে তো খোরাক দিতে হবে। হাতীর খোরাকটা যে কি—তা তো এখনও কেউ বললে না তোমরা !

এককড়ি ॥ (রাগে চীৎকার করিয়া) হাতীর খোরাক আমরা সবাই। শুনলে ?

সার্কাস পার্টির ম্যানেজারের প্রবেশ

এককড়ি ॥ আপনি আবার কে মশাই ?

ম্যানেজার ॥ আমি সার্কাস পার্টির ম্যানেজার, নরসিংহ চোংদার।

এককড়ি ॥ আমার হাতী এনেছেন বুঝি ?

ম্যানেজার ॥ না মশাই। একা আমিই এসেছি।

এককড়ি ॥ আপনি তো মশাই সিংহ। আমি চাই হাতী।

ম্যানেজার ॥ মিঃ এককড়ি বোস, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বুড়ো হাতীটার 'করোনারি থ্রম্‌বোসিস' হয়েছে। এতক্ষণ বোধহয় মারা গেছে।

এককড়ি ॥ মারা গেছে ?

ম্যানেজার ॥ করোনারি থ্রম্‌বোসিস—ওকি আর বাঁচে ?

এককড়ি ॥ তাহলে মারা গেছে বলুন।

ম্যানেজার ॥ আরে মশাই—তাইতো ট্যাক্সিতে এলাম—নইলে হাতীর পিঠে বসেই তো আসতাম।

এককড়ি ॥ (চীৎকার করিয়া) মারা গেছে ? (হাঁফ ছাড়িয়া) বাঁচা গেছে।

এককড়ির পরিজন ॥ (সার্তনাদে) হাতীটা তবে মারা গেল !!

ম্যানেজার ॥ 'করোনারি থ্রম্‌বোসিস'। মারা যাওয়ারই কথা।

এককড়ি ॥ যাক মারা। আমরা তবে বেঁচে যাই। মরুক—হাতীটা মরুক। (ম্যানেজারকে) বসুন মশাই, চা খেয়ে যান। টাকা! চা-জলখাবার এনে দে সিংহ মশাইকে।

ম্যানেজার ॥ না-না, বসবার হুকুম নেই। প্রোপ্রাইটারের হুকুম আপনাকে এখুনি নিয়ে যেতে হবে।

এককড়ি ॥ কোথায়?

ম্যানেজার ॥ সার্কাসের তাঁবুতে।

এককড়ি ॥ কেন?

ম্যানেজার ॥ মরা হাতীটার সৎকার করতে হবে না? হাতীর লাস, বুঝতেই পারছেন।

এককড়ি ॥ (হাসিয়া) মুখাগ্নি করতে হবে? আমাকে?

ম্যানেজার ॥ করতে হবে না? হাতীর মালিক তো আপনি। খান দুই লরী—মন পঞ্চাশেক কাঠ—দশ-বারো টিন ঘি—টানাটানির জন্যে একটা ক্রেনও ভাড়া করতে হবে—তাছাড়া দাহ করবার ট্যাক্স—পুলিশের লাইসেন্স—মানে কম করে অন্ততঃ শ' পাঁচেক টাকা নিয়ে চলুন।

এককড়ি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন

এ কি! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন যে?

এককড়ি ॥ করোনারি থ্রম্‌বোসিস।

ম্যানেজার ॥ কার ?

এককড়ি ॥ আমার। (শুইয়া পড়িয়া হাত পা ছুঁড়িতে লাগিলেন)

~~লক্ষ্মী ॥ ওগো, কি হলো গো!~~

ছেলেমেয়েরা ॥ বাবা গো।

এককড়ি ॥ দেখছিস কি! পাঁচ শ' টাকা দিয়ে হাতী দাহ করার আগে, পাঁচ টাকা দিয়ে আমায় দাহ কর বাবা!

ম্যানেজার ॥ শুনুন মশাই! ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আপনি লিখে দিন হাতীটা লটারিতে পেলেও আপনি নেবেন না—মালিকানা আপনি ছেড়ে দিচ্ছেন! তবেই আপনি বেঁচে গেলেন।

এককড়ি ॥ এ্যাঁ, (চটপট উঠিয়া) লিখে দিলেই বেঁচে যাবো! এখনই লিখে দিচ্ছি।

লিখিতে লাগিলেন

দেবরাজ ॥ (ম্যানেজারকে) বুঝলাম মশাই। হাতীটাও তবে আবার বেঁচে উঠবে।

এককড়ি ॥ তা বাঁচুক। আবার সেটা লটারিতে তুলুন। আমি তো বেঁচে গেলাম!

ম্যানেজার ॥ জানেনই তো—হাতী সহজে মরে না। আর মরলেও লাখ টাকা।

এককড়ি ॥ না না মরবে কেন! বেঁচে থাক বাবা হাতী। আর বেঁচে থাক আমার মত হস্তীমুর্খগরীবগুর্বা!

মহাভারতের এতবড় সার্কাস পার্টিটা নইলে চলবে কিসে !

ম্যানেজার ॥ যা বলেছেন। মোক্ষম কথা বলেছেন। আচ্ছা, তবে চলি—।

প্রস্থানোদ্যত—দেবরাজ বিভলবারটি
তাহার সামনে ধরিয়া—

দেবরাজ ॥ আপনি তো লিখিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। কিছু ছাড়ুন।

ম্যানেজার ॥ (ব্যাপারটি বুঝিয়া) ও! তা' সার্কাসের মালিক সে কথা বলেছিল। কিছু দিয়েছেও। তা' আমি ভেবেছিলাম কিছু না দিয়েই পাব পাবো। তা নাও বাবা —এই পাঁচ শ' টাকা। (পকেট হইতে পাঁচ শ' টাকার নোট বাহির করিয়া টাকাটা দেবরাজের হাতে দিয়া) নমস্তে।

প্রস্থান

দেবরাজ ॥ বাবা, এই নাও। যা আসে তাই লাভ। (টাকাটা এককড়ির হাতে দিল)

এককড়ি ॥ বেঁচে থাক বাবা—তোরা বেঁচে থাক। (টাকা গুণিতে লাগিলেন)

মহারাজ ॥ দাদা, ঐ লোকটার কাছে তবে আরও দিয়েছে। ফাঁকি দিয়ে চলে গেল !

দেবরাজ ॥ তা হবে—আয় তো!

উভয়ের ছুটিয়া প্রস্থান

একক়ড়ি ॥ এই নাও লক্ষ্মী—মরা হাতী লাখ টাকা না হোক্ —পাঁচ শ' টাকা বটেই। (লক্ষ্মীর হাতে টাকাটা দিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া) আজ রাতে পোলাও খাবো—

[redacted] আজ রাতে সিনেমায় যাবো।

[redacted] যাবো—যাবো—খেয়ে যাবো। পোলাও কালিয়া কোর্মা কাবাব—(আনন্দে নৃত্য)

[redacted] বাব্বা! হাতীর খোরাকটা কি, এতক্ষণে বুঝছি!

[redacted] পোলাও-কালিয়া-কোর্মা-কাবাব!······পোলাও কালিয়া কোর্মা কাবাব!

আনন্দে নৃত্য

—যবনিকা—

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মন্মথ রায়ের আধুনিকতম নাট্যার্ঘ

ধর্মঘট—পথে বিপথে—চাষীর প্রেম—আজব দেশ

"অবশেষে এমন একটি নাট্যগ্রন্থ হাতে এসে পড়লো যা শুধু নামকরণের দিক থেকেই প্রচলিত দেশীয় পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করেনি, ভাবঐশ্বর্যেও যা একালের বাংলার 'বুনিয়াদী' নাট্যধারায় একটি অঘটন সৃষ্টি করেছে।

এই অঘটনসৃষ্টি যদি কোন তরুণের দ্বারা সংঘটিত হতো তাহলে তারিফ করেও শুধুমাত্র যুগোপযোগী চেতনার বিকাশ বলা যেত। কিন্তু উত্তাল জনসমুদ্র থেকে বিক্ষিপ্ত, জীবন ও জীবিকার তাগিদে দীর্ঘকাল শৃঙ্খলিত, একদা বহুসম্ভাবনার স্বাক্ষরবহনকারী কোন এক প্রবীণের দ্বারা নিজেদের রচিত স্থাণু ও অনড় পথ যখন ছিন্ন হলো, পরিত্যক্ত হলো সমগ্র জীবনের পুষ্ট এক বিশেষ সত্তা, তখন কেবল 'যুগোপযোগী চেতনার বিকাশ' বললেই সব বলা হয় না, বলতে হয় "মহীয়ান এক শিল্পীর নবজন্ম"। আলোচ্য গ্রন্থে বাংলার অগ্রজ নাট্যকার মন্মথ রায়ের সেই 'নবজন্ম' হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পাঁচ বছর কেটে যাবার পরই এই নাটকগুলি লেখা। দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ হলো, দেশ শাসনের ভার স্বহস্তে পেলাম, নিজেদের রাষ্ট্রপতাকা উড্ডীন হলো আকাশে—তার পর এমন কি অঘটন ঘটলো যে 'কারাগার', 'মীরকাশিম,' 'মহুয়া', 'রাজনর্তকী'র নাট্যকারকে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে নাটক

লিখতে হবে? গণজীবনে এমন কি সংঘাতের পরিচয় তিনি পেলেন যে পরিহাসে ও ব্যঙ্গে শাণিত হয়ে উঠলো তাঁর লেখনী? দীর্ঘকাল তো সে লেখনী স্তব্ধ ছিল। বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে নাটকের মাধ্যমে সংগ্রামে তিনি যে যশোলাভ করেছিলেন তা তো তাঁকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানজনক স্থানই দিয়েছে! এর পরেও কেন? এই 'কেন'র জবাব পাওয়া যাবে আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে গিরিশচন্দ্রকে কবি নবীনচন্দ্র সেনের রেঙ্গুন থেকে লেখা একটি চিঠিতে। তখন গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজৌদ্দল্লা' প্রকাশিত হয়েছে। দেশে তাই নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন—বৃটিশরাজ সন্ত্রস্ত। নবীনচন্দ্র গিরিশকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে চিঠির সমাপ্তিতে লিখলেন "কিছু বেশী দিন সময় লইয়া আমাদের দেশের বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধর্মনীতি, দরিদ্রতা, অন্নহীনতা, জলহীনতা, শিক্ষাবিভ্রাট, চাকরী-বিভ্রাট, উকিল-ডাক্তারী বিভ্রাট, বিচার-বিভ্রাট, উপাধি-ব্যাধি—সকল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া এক-খানি Comic Tragic নাটক লিখিয়া দেশ রক্ষা কর।" ২৭।৮।১৯০৬—অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেই বাংলার নাট্য-কারের কাছে বাঙালী হৃদয়ের দাবি এসেছিল যে বাস্তব জীবনকে স্বীকার করে নাটক লেখ, গণজীবনের হাসিঅশ্রু তোমাদের লেখায় ভাষা পাক্। সেদিনের দাবি গিরিশচন্দ্র স্বীকার করলেও বাংলার নাট্যসাহিত্য সেই খাতে প্রবাহিত হয় নি। প্রবাহিত হয়েছে মূলতঃ গিরিশ পরিকল্পিত রোমান্টিক

দেশাত্মবোধের ধারায়। বিংশ শতকের জীবিত ও মৃত অধিকাংশ প্রবীণ নাট্যকারই তাই গিরিশচন্দ্রের মানসসন্তান। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই ধারাই বাংলা নাট্য সাহিত্যে একটি বড় স্থান জুড়ে রয়েছে। কিন্তু নবীনচন্দ্রের দাবি সমগ্র বাঙালীর দাবি হয়ে তখনও বিরাজ-মান। এরই মাঝে ১৯৪৩ সালে জন্ম হয় মন্বন্তরের বিপ্লবী নাট্যকারদের। মুহূর্তকালের মধ্যেই এঁরা বাঙালী চিত্ত জয় করে নিতে সক্ষম হন। রচনাশৈলীতে এঁদের নিপুণতার অভাব থাকলেও বাঙালী দর্শক ও পাঠক পেলো তাদের দাবির স্বীকৃতি। মজুর, চাষী, মধ্যবিত্ত এঁদের নাটকে নায়ক-নায়িকা হলেন। তাঁদেরই জয়গান ধ্বনিত হয়ে উঠলো এঁদের নাটকে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন শক্তি দেখা দিল। অগ্রজ প্রবীণ নাট্যকাররা বিহ্বল হয়ে পড়লেন। অনেকেই এঁদের অভিনন্দন জানালেন সত্য, কিন্তু নিজেদের লেখনী এই পথে চালিত করতে পারলেন না। বিহ্বলতার পরে দেখা দিল লেখনীর স্তব্ধতা। তাই ক্রমেই বাংলার স্থায়ী মঞ্চে সংকট দেখা দিল। আর্তনাদ উঠলো—নাটক নেই, নাটক নেই। অথচ বিস্ময়ের যে, এ যুগে বাংলার নগরে প্রান্তরে দিবা নিশি শত শত নাটকের জন্ম হচ্ছিলো। প্রবীণ নাট্যকারদের মধ্যে কেউ কেউ এ যুগে দু-একখানা যুগোপযোগী নাটক সৃষ্টি করেন নি তা নয়, কিন্তু অগ্রজপ্রধানদের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ না থাকায় তা' সমগ্র ধারার মোড় ফেরাতে পারেনি। অবশেষে আজ দেখতে পাচ্ছি সেই অগ্রজদের মধ্যমণি, স্থায়ীসম্মানের অধিকারী

একজন,—নাট্যকার মন্মথরায়।বাংলা নাটকের সেই অচ্ছুৎ অথচ প্রবল শক্তির সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। শুধু দাঁড়ালেনই না, অমিত তেজ নিয়ে দাঁড়ালেন। কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ এসব নাটকে কোথাও নেই, আছে চেতনার স্বতস্ফূর্ত জাগরণ। তাই অশ্রু এখানে গ্লিসারিন দেওয়া নয়, বুক ফাটা কান্নারই প্রকাশ ; ধিক্কার এখানে চীৎকারে পর্যবসিত না হয়ে পেয়েছে শাণিত ব্যঙ্গের রূপ ; হাসি সুড়সুড়ি দিয়ে নয়, আনন্দের প্রাণখোলা অভিব্যক্তি। শুধু 'মেঠো লোকেরাই' এ নাটক চারটির রসাস্বাদনে তৃপ্ত হবেন না, ইংরেজী নাটক পড়ুয়ারাও পড়ে বিস্মিত হবেন। রচনা শৈলী সম্পর্কে মুন্সীয়ানা আনতে হলে প্রত্যেকটি তরুণ নাট্যকারের এ নাটক চারটি পড়া দরকার ; আর অভিনয়—এক সঙ্গে এমন চারটি নাটক অভিনয় করা যে কোন নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষে গৌরবের।"

—স্বাধীনতা, ২৫শে মার্চ, ১৯৫৭

"বর্তমান যুগচিন্তা সাহিত্যের কাছে যে দাবী করে চলেছে, মন্মথ রায় নাট্যকাররূপে সেই অব্যক্ত বিক্ষোভ এবং মানব মনের সত্যানুভূতিকে বাণীরূপ দান করে এক মহান কর্তব্য সাধিত করে চলেছেন।"

—**আনন্দবাজার পত্রিকা**, ৫ই মে, ১৯৫৭